দ্বীনিয়াত শিক্ষা

(তৃতীয় ভাগ)

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-১০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০ ।

التعليم الديني (الجزء الثالث)

تأليف : قسم البحوث

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল
জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হিঃ
মাঘ ১৪২৬ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
সপুরা, রাজশাহী ।

নির্ধারিত মূল্য
৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Deeniyat Shikkha (Third Part) by **Derartment of Research**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770-800900 E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রকাশকের কথা	৪
প্রথম অধ্যায়	**হিফযুল হাদীছ**	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	**দো'আ সমূহ**	১০
তৃতীয় অধ্যায়	**আক্বাইদ**	২৩
প্রথম পাঠ	ইসলাম	২৩
দ্বিতীয় পাঠ	আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের মূল স্তম্ভ সমূহ	২৫
তৃতীয় পাঠ	আরকানুল ঈমান বা ঈমানের মূল স্তম্ভ সমূহ	২৮
চতুর্থ পাঠ	তাওহীদ	৩৪
পঞ্চম পাঠ	কালেমা শাহাদাতের গুরুত্ব	৩৬
ষষ্ঠ পাঠ	ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়	৩৭
সপ্তম পাঠ	যরূরী জ্ঞাতব্য বিষয়	৪১
চতুর্থ অধ্যায়	**ফিকহ**	৪৫
প্রথম পাঠ	ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত	৪৫
দ্বিতীয় পাঠ	ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ	৪৭
তৃতীয় পাঠ	ছালাতের রুকন ও ওয়াজিবসমূহ	৪৮
চতুর্থ পাঠ	ছালাত বাতিলের কারণসমূহ	৫০
পঞ্চম পাঠ	বিভিন্ন ছালাতের পরিচয়	৫১
ষষ্ঠ পাঠ	যাকাত	৫৪
সপ্তম পাঠ	ছিয়াম	৫৫
অষ্টম পাঠ	হজ্জ	৫৬
পঞ্চম অধ্যায়	**আখলাক**	৫৭
প্রথম পাঠ	মজলিসের আদব	৫৭
দ্বিতীয় পাঠ	কথা বলার আদব	৫৮
তৃতীয় পাঠ	সফরের আদব	৫৯
চতুর্থ পাঠ	লেনদেনের আদব	৬০
পঞ্চম পাঠ	দো'আ করার পদ্ধতি ও আদব	৬১
ষষ্ঠ পাঠ	ছিয়াম ও ইফতারের আদব	৬২
সপ্তম পাঠ	শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব	৬৩

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

প্রকাশকের কথা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম । আম্মা বা‘দ-

সন্তান-সন্ততি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা এবং তাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা মুসলিম। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথেও এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট্ট সোনামণিদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দ্বীনিয়াত শিক্ষাদানের জন্য **‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’**-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। এটি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য উপযোগী করে প্রণীত।

আশা করি পুস্তিকাটি ছোট্ট সোনামণিদের প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটি রচনা ও পরিমার্জনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা করুন-আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

١. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ **اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا**، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ **اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ**، - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

১. হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) রাতে নিজ বিছানায় শোয়ার সময় নিজ হাত গালের নীচে রাখতেন অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান' *(বুখারী হা/৬৩১৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*।

٢. عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ**- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

২. আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়েই জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়েই জাহান্নামে যাবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৯)*।

٣. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ : **الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

৩. হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা' *(বুখারী হা/২৬৫৩)*।

٤. عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : **إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ** - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪. হযরত মুগীরা বিন শু‘বা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে করে নেয়’ *(বুখারী হা/১২৯১)*।

٥. عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ**- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ-

৫. আবুবকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ *(বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান; মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

٦. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : **تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ**- رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا-

৬. ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, তাঁর নিকটে এই মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু’টিকে মযবূতভাবে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ’ল ‘আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬)*।

٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ** - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

৭. হযরত আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

৮. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*।

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : **إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ব্যতীত : ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২. এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় ৩. সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

١٠. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلاَّ قَالَ : **لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ** - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ أَحْمَدُ-

১০. হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এরূপ ভাষণ খুব কমই দিয়েছেন, যেখানে তিনি একথা বলেননি যে, 'যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকার ঠিক নেই, তার দ্বীন নেই' *(আহমাদ হা/১২৫৮৯; মিশকাত হা/৩৫)*।

١١. عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : **تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ**- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

১১. আগার মুযানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর। কারণ আমি তাঁর নিকটে দৈনিক একশতবার তওবা করি' *(মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫)*।

١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছোটরা বড়দেরকে, পায়ে হাঁটা লোক বসা লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে' *(বুখারী হা/৬২৩৪; মিশকাত হা/৪৬৩৩)*।

١٣. عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

১৩. খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১৬২৫; মিশকাত হা/৩৮২৬)*।

١٤. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: **لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ** -رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ-

১৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'মুমিন ব্যতীত কাউকে সাথী হিসাবে গ্রহণ কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮)*।

١٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ**- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ-

১৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৮৫৯, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৬)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা কী? (খ) ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা কী?
(গ) সত্য কোন পথ দেখায়? (ঘ) মিথ্যা কোন পথ দেখায়?
(ঙ) মানুষ হত্যা করা কী? (চ) শিরক করা কী?
(ছ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার পরিণাম কী?
(জ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে কয়টি বস্তু ছেড়ে গেছেন?
(ঝ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আমল নেকীর আশায় করা কি?
(ঞ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে, তার কত নেকী হয়?
(ট) ক্বিয়ামতের দিন ছালাতের হিসাব ভুল হ'লে কি হবে?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সবচেয়ে বড় পাপ কয়টি ও কী কী?
(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে কোন দু'টি বস্তু ছেড়ে গেছেন?
(গ) কোন আমলসমূহের নেকী মৃত্যুর পরও চালু থাকে?
(ঘ) কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বের হয়ে যাবে?
(ঙ) সালাম প্রদানের পদ্ধতি কী?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ .... প্রবেশ করবে না।
(খ) যার আমানতদারী নেই, তার........................নেই।
(গ) যার অঙ্গীকার ঠিক নেই, তার......................নেই।
(ঘ) ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেয়া হবে..... ।
(ঙ) যা দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তা .... ।

৪. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা কোনটি?
(ক) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদান করা। (খ) ছালাত আদায় করা।
(গ) আমানত রক্ষা করা।

(২) লজ্জাশীলতা কিসের শাখা?
(ক) ঈমানের। (খ) হজ্জের। (গ) ছালাতের।

(৩) আমরা সর্বদা-
(ক) সত্য কথা বলব। (খ) মিথ্যা কথা বলব। (গ) সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে বলব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দো‘আ সমূহ

১. কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় দো‘আ :

❖ সফরের উদ্দেশ্যে কাউকে বিদায় দেবার সময় পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিম্নের দো‘আটি পাঠ করবে। একা হ’লে পরস্পরের (ডান) হাত ধরে দো‘আটি পড়বে। أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ- (*আসতাওদি‘উল্লা-হা দ্বীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ‘মা-লিকুম*)।

অর্থ : ‘আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্‌র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম’।

❖ বিদায় দানকালে অপর একটি দো‘আ হ’ল- زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ- (*যাউয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল খায়রা হায়ছু মা কুন্‌তা’)*।

অর্থ : ‘আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন’।

২. কেউ দো‘আ চাইলে তার জন্য দো‘আ :

❖ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ❖ (*আল্ল-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ‘ত্বায়তাহু)* ‘হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও’।

❖ অথবা বলবে, بَارَكَ اللهُ لَكَ (*বা-রাকাল্লা-হু লাকা)* অথবা বহুবচনে ‘লাকুম’ ‘আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন’।

❖ অথবা بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ (*বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা)* অথবা বহুবচনে (কুম) ‘আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন’।

৩. ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য দো'আ-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *(আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব)* 'আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি' ।

৪. শত্রুর ভয় থাকলে পড়বে :

❖ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ- ❖ *(আল্ল-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম)* 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' ।

৫. রোগী পরিচর্যার দো'আ :

রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে পড়বে-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا-

(আয্‌হিবিল বা'সা, রব্বান না-সে! ওয়াশ্‌ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা)।

অনুবাদ : 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন কোন অসুস্থতাকে বাকী রাখে না' ।

❖ অথবা لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ *(লা বা'সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লাহ)*। 'কষ্ট থাকবে না, আল্লাহ চাহে তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন' ।

❖ অথবা দেহের ব্যথাতুর স্থানে (ডান) হাত রেখে রোগী তিনবার *'বিসমিল্লাহ'* বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে,

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ *(আ'ঊযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু)* 'আমি যে ব্যথা ভোগ করছি ও যে ভয়ের আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে আমি আল্লাহ্‌র সম্মান ও শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছি' ।

❖ অথবা সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে।

৬. তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দো'আ :

(১) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّـوْمُ وَأَتُـوْبُ إِلَيْـهِ *(আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে)* 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।

(২) لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِـنَ الظَّـالِمِيْنَ *(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়া-লিমীন)* 'হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত'।

(৩) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الـرَّحِيْمُ *(রব্বিগফিরলী ওয়া তুব 'আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত তাউওয়া-বুর রহীম)* 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান'।

৭. উপকারকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ :

কেউ উপকার করলে তাকে বলবে جَـزَاكَ اللهُ خَـيْرًا *(জাযা-কাল্লা-হু খায়রান)* 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন'।

৮. কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرِيْةِ وَخَيرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِـكَ مِـنْ شَرِّهَـا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

উচ্চারণ : *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খায়রা আহ্লিহা ওয়া খায়রা মা ফীহা। ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি আহলিহা ওয়া শার্রি মা ফীহা।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার অনিষ্ট সমূহ হ’তে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৯. ছিয়াম বিষয়ে দো‘আ সমূহ :

❖ ইফতারের দো‘আ : بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লা-হ)* ‘আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি’।

❖ ইফতার শেষে দো‘আ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ)* ‘আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা’।

❖ অথবা (ঐ সাথে) বলবে, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ *(যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ)* ‘তৃষ্ণা দূর হ’ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ’ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ’ল’।

❖ রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে এই দো‘আটি পাঠ করবে, اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুব্বুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী)* ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর’।

১০. ছালাতের অন্যান্য দো‘আ সমূহ

(১) সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো‘আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে’।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘উযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা‘তু। আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'।

(২) দো'আয়ে কুনূত : যা বিতর ছালাতে রুকুর পরে বা আগে পড়তে হয়-

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্লী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইয্যু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রক্তা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন'।

১১. জানাযার দো'আ :

١- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ-

(১) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্ফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্ছা-না, আল্ল-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্ল-হুম্মা লা তাহ্রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্তিন্না বা'দাহূ ।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।

(২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন-

٢- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্ফির লা-হূ ওয়ারহামহু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্সি' মাদ্খালাহূ; ওয়াগ্সিলহু বিলমা-এ ওয়াছ্ছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা ইউনাক্বক্বাছ্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান*